দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 SEP 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

115

শিক্ষাঙ্গনে

আদর্শ কলেজের সমস্যা

আদর্শ কলেজটি ধানমণ্ডীর ৬৫ নং সেন্ট্রাল রোডে অবস্থিত। এই কলেজটি ১৯৬৯ সালে স্থাপিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সাতশ'। ক্লাসে শিক্ষকের গাইডেন্স ভাল। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কোন দলাদলি নেই। এ জন্য কলেজটি সুনাম অর্জন করেছে। কিন্তু কলেজটি বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত।

ভাল শিক্ষা লাভ করতে হলে প্রয়োজন ভাল বইয়ের। আর ভাল বই পেতে হলে-প্রয়োজন উন্নত গ্রন্থাগার। দুঃখের বিষয়, আদর্শ কলেজে গ্রন্থাগার আছে, নেই শুধু বই। যা বই আছে, তা ছাত্র-ছাত্রীদের অপ্রয়োজনীয়। ছাত্র-ছাত্রীদের কোন মিলনায়তন নেই। অবসর সময় কাটানোর জন্য নেই কোন খেলাধুলার সরঞ্জাম। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, লেখা-পড়ার সাথে খেলাধুলা জড়িত থাকা সত্ত্বেও আদর্শ কলেজ কোন প্রকার আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আজ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেনি। অথচ বহু ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন খেলাধুলাতে পারদর্শী। চিত্তবিনোদনের জন্য প্রয়োজন বার্ষিক সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা।

কলেজ প্রতিষ্ঠা হবার পর আজ পর্যন্ত কোন প্রকার কেন্টিন খোলা হয়নি। ফলে ছাত্র-ছাত্রীসহ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বেশ সমস্যায় পড়তে হয়।

সবচাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে কলেজটি দোতলা হওয়া সত্ত্বেও ক্লাসে বাতাস ঢুকার কোন ব্যবস্থা নেই। নেই কোন বৈদ্যুতিক পাখা। সমস্ত কলেজে ৩টি পাখা রয়েছে। ১টি অধ্যক্ষের কক্ষে, ১টি শিক্ষক মণ্ডলীর কক্ষে, আর ১টি কলেজ অফিসে। বড় সমস্যা হচ্ছে বৃষ্টি হলেই ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না।

সমস্যাগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আশা করি। কারণ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য তা অপরিহার্য।

—মোঃ খালিদ হোসেন

নিরক্ষরতা দূরীকরণে বয়স্ক শিক্ষা

নিরক্ষরতা মানুষকে পদে পদে তার স্বভাবজাত বুদ্ধি বিকাশে, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে সর্বোপরি জীবনবোধ সম্পর্কে অসহায় করে রেখেছে। আমাদের দেশে সাক্ষরের সংখ্যা শতকরা ২৬ জন। এরাই এদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। এদের মধ্যে শুধু লিখতে ও পড়তে পারে এমন সব লোকও আছে। দেশের শতকরা ৯১.২ ভাগ লোক গ্রামে এবং বাকী ৮.৮% শহরে বাস করে। এদের মধ্যে আছে ৬০ লাখ নিরক্ষর শ্রমিক। এ ছাড়াও আছে বস্তিবাসী নিরক্ষর মেহনতি মানুষ। গ্রামের বিত্তহীন ও নিম্নবিত্ত কৃষকেরাও নিরক্ষরের দলে। এ ব্যাপক নিরক্ষর জনগোষ্ঠী গ্রামোন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নের পক্ষে বিরাট বাধাস্বরূপ। এদেরকে সাক্ষর করা ব্যতীত জাতীয় উন্নয়নের কল্পনা অসম্ভব।

অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১৯৮৬ সালের পরিসংখ্যান মোতাবেক দেখা যায় যে, ডিসেম্বর পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯১.১৫ লাখ। অথচ ৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা এ সময়ে ছিল ১ কোটি ৬৩ লাখ। প্রায় ৭২ লাখই ছিল বিদ্যালয় বহির্ভুত ও বিদ্যালয় ত্যাগকারী। দ্বিতীয়তঃ প্রতি বছরই ৫ বছর বয়স অতিক্রমকারী শিশুর সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ। এদের মধ্য হতে ৫৬% বিদ্যালয়ে ভর্তি বাদ দিলে প্রায় সাড়ে ১৩ লাখই বিদ্যালয় বহির্ভুত থেকে যাবে। কাজেই, অন্ততঃ ৮৫ লাখ শিশু প্রতি বছরই নিরক্ষরের দলে ভিড় জমাচ্ছে।

এ অবস্থায় '২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা' এ লক্ষ্য অর্জনে সফলতায় প্রথমতঃ বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৬-১০ বছর বয়সীদের আনুষ্ঠানিকভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে, যা হবে প্রতিরোধক ব্যবস্থা। দ্বিতীয়তঃ প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে নিরক্ষরদের মধ্যে সার্বজনীন বয়স্ক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে, যা হবে প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক।

২০০০ সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৪ কোটি ২১ লাখ। এ হিসেবে বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৬-১০ বছর বয়সীদের সংখ্যা দাঁড়াবে ২ কোটি ৩২ লাখ এবং এদের মধ্যে ৯০% ভর্তির লক্ষ্য অনুযায়ী ২ কোটি ৮ লাখ ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা। অপরদিকে, ১১-৪৫ বছর বয়সীদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৭ কোটি ২৮ লাখ। এদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা দাঁড়াবে ৪ কোটি ৭৩ লাখ।

সুতরাং ২০০০ সাল নাগাদ ২ কোটি ৮ লাখ প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছেলেমেয়েকে আনুষ্ঠানিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে অনানুষ্ঠানিক বয়স্ক কর্মসূচীর আওতায় ৬ কোটি ২৩ লাখ নিরক্ষরের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

—মোঃ আবদুস সাত্তার